ডালুর বিপদ

(গল্পগ্রন্থ – ছায়াছবি)

মস্তবড় কাঠের নৌকাটা সারা গ্রামের বালক-বালিকাদের নিকট একটি বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছে গত কয়েকদিন হইতে। চালানি কাঠের নৌকা, বড় বড় গুঁড়ি পড়িয়া আছে নদীর ধারে, হাতির মতো বড় বড় গুঁড়ি। কয়েকদিন হইতেই দেখিতেছে ডালু। মা হাঁক দেয়—ও ডালু, নান্টু, মুড়ি খেয়ে যা—উহাদের দুজনের পাত্তা নাই।

মা বলে—ওরা বসে আছে গিয়ে দ্যাখো সেই নদীর ধারে। শুধু খাব আর গাঙের ধারেটো-টো করব ! কি বিপদেই পড়েচি ওদের নিয়ে।

কিন্তু নৌকার মোহ হঠাৎ এদের পরিত্যাগ করে না। নদীর ধারে যেখানে ঝিঙের ক্ষেতে বর্ষাকালের সন্ধ্যায় ফুল ফুটিয়া আলো করিয়া আছে, সেখানেই বড় নৌকাখানা বাঁধা।

দেখিয়া দেখিয়া ডালু-সান্টুর আশ মেটে না। অতবড় নৌকা গড়ায় কি করিয়া ?কারা গড়ায় ?

নৌকার গলুই-এর দু পাশে দুটি বড় বড় পেতলের চোখ। তার একটু ওপরে সিঁদুর লাগানো। ডালু সান্টুকে বলে—নৌকো দেখলি ?

—মস্ত বড়–আচ্ছা, ঐখানে চোখ কেন ?নৌকো কি দেখতে পায়, দাদা ?

—দুর বোকা ! ও অমনি করে রেখেচে ! সব নৌকোর কি চোখ থাকে ?থাকে না।

—কি করে জানলি ?

—আমি তোর চেয়ে বড় যে ! তুই কবে জন্মেচিস, আর আমি কবে জন্মিচি !

সেদিন নদীর নিচু পাড়ে বসিয়া দুই ভাই হাঁ করিয়া দুই চক্ষু ভরিয়া নৌকা দেখিতেছে।নৌকার মাঝি ডালুকে জিজ্ঞাসা করিল—কি নাম ?

—ডালু।

—উটি কেডা ?

—আমার ভাই সান্টু।

—কি জাত ?

—ব্রাহ্মণ ?

—বাড়ি কনে ?

—এই গ্রামে।

—এসো, মোদের নৌকো দেখতি আসবা না ?

ডালুর খুব ইচ্ছা নৌকা দেখিবার, কিন্তু মা যদি বকে ! সাহস করিয়া উঠিতে পারিলে মজা হইত বটে কিন্তু সাহস হয় না। এখন ঘাটে লোকজনের যাতায়াত, ইহাদের মধ্যে কেহ গিয়া মাকে বলিয়া দিতে পারে। এমন সময়ে আসিতে হইবে যখন ঘাটে কেউ থাকে না। ডালু উদাসীন সুরে বলিল—চল রে সান্টু, বাড়ি যাই।

ভাইয়ের হাত ধরিয়া ডালু বাড়ি চলিয়া গেল।

পথের বাঁদিকে উঁচু ডাঙামতো জায়গা, তাতে বড় বড় আম-কাঁঠালের গাছ। কোন্-কালে এখানে ডিঙি-নৌকা আর বড় নৌকার কারখানা ছিল। অর্জুন মাঝির কারখানা। কত ধরনের ছোট নৌকা, বড় মহাজনী নৌকা এখানে তৈরি হইত আগে—ডালু কারখানা দেখে নাই, দেখিয়াছে অর্জুন মাঝিকে। মাজাভাঙা বাঁকাচোরা বুড়ো তেঁতুলতলার ঘাটে বসিয়া তামাক খায় আর মাছ ধরিবার দোয়াড়ি বোনে। কত ধরনের নৌকার গল্প ও নৌকা-ভ্রমণের গল্প করে অর্জুন বুড়ো। ওর মুখে গল্প শুনিয়া পর্যন্ত নৌকার উপর অত্যন্ত মোহ। বড় মহাজনী নৌকা দেখিলে সে যেন কেমন হইয়া যায়।

সান্টু বলিল—দাদা, যাবি নে নৌকো দেখতে ?

—এখন না, সবাই চলে যাক ঘাট থেকে।

—ওরা নৌকোতে উঠতে বললে—উঠলি নে ?

—মা বকবে।

—আমাকে নিয়ে আসবি তো ?

—তুই আর আমি দু-জনেই তো আসব। সন্দেবেলা।

সান্টুর ভালো লাগিল না প্রস্তাবটা। সন্দেবেলা এই নদীর ধারে আসা যায় ?চিন্তে বাগ্‌দির ভিটের ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটাতে হাঁড়াকাটার মা থাকে, ছোট ছোট ছেলেকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গাছের মগডালে তোলে। সময়টা বড় খারাপ। সান্টু ভয়ের কথাটা দাদাকে বলিয়াই ফেলিল।

ডালু ধমক দিয়া বলিল—তুই বড্ড বোকা !

—কেন দাদা ?আর তুমি বুঝি বোকা নও ?

—তোর মতো না।

দিনের বাকি সময়টা কোনোরকমে কাটিল। ডালু ভাবে কখন যে সন্ধ্যা হইবে, কখন নৌকাদেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যা আর হয় না, ডালুর মন ছটফট করিতে থাকে। সান্টু অতশত বোঝে না। দাদা যেখানে, সে-ও সেখানে।

ডালু দু-গাছা ছিপ লইয়া সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক আগে নদীর ধারে গেল। সঙ্গে চলিল সান্টু। বড় নৌকাখানা সেখানে বাঁধা ছিল।

কাঠের নৌকার মাঝি বলিল—খোকা, নৌকো দেখবে নাকি ?

ডালুকে দু-বার বলিতে হইল না। সান্টুকে লইয়া তখনি নৌকায় উঠিল।

নৌকার মধ্যে কত কি যে জিনিস ! মস্ত নৌকার খোলে লোকেদের বসিবার ও শুইবার জায়গা। রান্নার জন্যে উনুন আছে, হাঁড়ি আছে। বড় একটা বিলিতি কুমড়ো দড়ির শিকেতে ঝুলানো।

মাঝিকে ডালু বলিল—তোমরা এখানে খাও ?

—হ্যাঁ।

—কি রাঁধো ?

—যা পাই খোকা। আমরা গরিব লোক, কিনবার ক্ষ্যামতা নেই তো !

—আচ্ছা, তোমরা কত জায়গায় গিয়েচ ?

—তুমি চিনবে না সে সব জায়গা। বরিশাল জেলার নাম শুনেছ ?সেই বরিশাল জেলা।

—কি আছে সেখানে ?

—হাঙর আছে, কুমির আছে, দু-মুখো সাপ আছে। কত রকমের জানোয়ার আছে। লালমুখো বানর আছে। দু-মাথাওয়ালা তালগাছ আছে।

সান্টুর চোখ বিস্ময়ে ও কৌতূহলে ডাগর-ডাগর হইয়া উঠিল। এমন কথা সে কখনো শোনে নাই। লালমুখো বানর ও দু-মাথাওয়ালা তালগাছ না জানি দেখিতে কি রকম !

সে বলিল—তালগাছে হাঁড়াকাটার মা আছে ?

—অ্যাঁ !

—হাঁড়াকাটার মা আছে তালগাছে ?

—সে আবার কি ?

ডালু বিজ্ঞের মতো মুখখানা করিয়া বলিল—ও ছেলেমানুষ, ওর কথা ছেড়ে দাও। কি বাজে কথা বলচে।

মাঝি বলিল—মস্তবড় কুমির আছে সেখানে, বুঝলে ?তেমন কখনো দেখোনি।

ডালু বা সান্টু কোনোদিন একটি অতি ক্ষুদ্র গিরগিটির মতো কুমিরও দেখে নাই, মস্তবড় কুমির তো দূরের কথা। দু-জনেই চুপ করিয়া রহিল।

একজন বুড়ো মাঝি নৌকার গলুইতে বসিয়া বেগুন কুটিতেছিল। সে বেগুন কোটা ফেলিয়া রাখিয়া এদিকে আগাইয়া আসিয়া বলিল—ও কি শুনচো খোকা-বাবুরা। আমি নিজের চোখে যা সাপ দেখেচি সুঁদর-বনের—

ডালু ও সান্টু উভয়েই অধীর আগ্রহে বলিল—কত বড় ?

—তালগাছের মতো মোটা।

ডালু বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—উঃ রে ! আর কত লম্বা ?

—হাত ত্রিশ-চল্লিশ।

ডালু বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল। এতবড় সাপ হয়, কেউ কখনো শোনে নাই। সুন্দরবনের কাণ্ডই আলাদা ! সত্যই কি আশ্চর্য দেশ !

বুড়ো মাঝি গল্প করিতে লাগিল—সেবার সুন্দরবনে সুঁদরি কাঠ আনতি গিয়েছিলাম। চোরামুখের কাছারি থেকে তিন ভাটি গেলে তবে ভাঙনভাঙার জঙ্গল, রানীতলার জঙ্গল, বড় ভারি জঙ্গল।

—তারপর—

এখানে বৃদ্ধ গল্প করিয়া তামাক সাজিতে আরম্ভ করিল। ডালু-সান্টুর আর সহ্য হয় না, তামাক খাইবার কি এই সময় ?

ডালু অধীর আগ্রহের সুরে বলিল—তার পর ?

—তারপর আমরা খালে নৌকো নোঙর করে ভাঙনডাঙার জঙ্গলে গিইচি মৌচাক ভাঙতি। একটা তালগাছের গুঁড়ির মতো জিনিস এক জায়গায় পড়ে আছে। তার ওপর লতাপাতা। আমরা হেঁটে হেঁটে গিইছিলাম। যেমন বসলাম, অমনি দেখি নড়ে উঠেচে। ওমা, তারপরে দেখি সরে সরে যাচ্চে গাছের গুঁড়িটা ! তখন দেখি গুঁড়ি নয়, মস্ত বড় সাপ নড়চে। তখনি দেলাম ছুট। হাঁ করে নিশ্বেস ফেলে সেই সাপে। নিশ্বেস টানার জোরে ছোট ছোট জানোয়ার এসে ওর মুখের মধ্যি ঢুকেযায়।

—তারপর কি হল হ্যাঁগো ?

—আবার কি হবে। পালালাম মোরা সোজা। আর কি সেখানে দাঁড়াই ?বাঘও দেখিচি বড় বড়—কিন্তু বাঘের চেয়েও সাপ বড্ড ভীষণ জানোয়ার, খোকাবাবুরা !

—কেন ?বাঘের চেয়েও ভয়ানক।

—সাপ যে নিশ্বেসে টেনে নেয় কিনা ! ঘাপটি মেরে থাকে জলের ধারে—ঝোপঝাড়ের আড়ালে। কেউ টের পায় না আগে থেকে, হঠাৎ টেনে নেয়। পাকে-পাকে জড়িয়ে ওর হাড়গোড় গুঁড়ো-গুঁড়ো করে ফেলে বাবু। পিণ্ডি পাকিয়ে দেয় একেবারে।

বাহিরে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল। ডালুর গা যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার কেমন ভয়-ভয় করিতেছে, এখানে এ সন্ধ্যায় না আসিলেই হইত ?হঠাৎ সে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

যখন ঘুম ভাঙিল, সে দেখিল নদীর ধার হইতে কিছু দূরে একটা আম-কাঠের বড় গুঁড়ির উপর শুইয়া আছে। ডালু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। এখানে সে কেমন করিয়া আসিল ?

সে দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া লইল। রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে, মাথার উপর বাদুড় ঝটপট করিতেছে, তারাভরা আকাশ। সে এখানে কেন ?নৌকা কোথায় ?সান্টু কোথায় ?ডালু ছুটিয়া গেল নদীর ধারে। ওই তো সেই বেনার ঝোপ নদীর পাড়ে। ওইখানেই ওই বেনার ঝোপের মধ্যেই তো লোহার বড় নোঙর ফেলিয়া নৌকাটা দাঁড়াইয়া ছিল ! সে নৌকা তো নাই। সান্টু কোথায় ?ডালু ভাইয়ের নাম ধরিয়া চিকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—সান্টু উ-উ-উ—ও-ও সান্টু-উ-উ—কেহ উত্তর দিল না। নৌকাই নাই, উত্তর দিবে কোথা হইতে ?ডালুর বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়িতে লাগিল।

নৌকাওয়ালা সান্টুকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাকে নামাইয়া দিয়া ভাইটিকে লইয়া পলাইয়াছে। ছোট ভাইটিকে মারিয়া ফেলিবে হয়তো। ডালু ছুটিতে ছুটিতে আসিল। ডালুর মা রান্নাঘরে কি কাজ করিতেছেন। ডালুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—এসো তোমার পিঠের ছালচামড়া তুলি। বের করচি তোমার পাড়া বেড়ানো। সান্টু কই ?

ডালু বলিল সব কথা। কাঁদিয়া বলিল—মা, সান্টুকে ওরা চুরি করে নিয়ে গিয়েচে। মেরে ফেলবে। সে কি ভীষণ কান্না ! কান্নার বেগে ডালু ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মা-ও চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

এমন সময় বুকের পাঁজরে ঘাঁ খাইয়া ডালুর কান্না থামিয়া গেল।

সে চাহিয়া দেখিল, বুড়ো মাঝিটা তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি বলিতেছে। সেই দাড়িওয়ালা বুড়ো মাঝিটা। ডালু বলিয়া উঠিল—সান্টু—আমার ভাই সান্টুকে কোথায় নিয়ে গিয়েচ ?

—অ্যাঁ ?

—চালাকি করো না। আমার ভাই সান্টু—কোথায় সে ?মেরো না ওকে !

—আরে খোকাবাবু বলে কি ?ঘুমের ঘোরে কি রকম গোঙাচ্চে আর বিড়বিড় করচে ! এখনো ঘুমের ঘোর কাটেনি দেখচি !

নৌকার ও-খোল হইতে একজন মাঝি বলিয়া উঠিল—চকি জল দাও । ছেলেমানুষ স্বপন দেখেচে।

ডালু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।—সেই নৌকা ! সেই নৌকার খোল ! সেই বৃদ্ধ মাঝি তাহার সামনে ! ওই তো সান্টু ঘুমাইতেছে ! সান্টুই তো ! সে ডাকিল—এই সান্টু, ওঠ্-ওঠ্ ?দুই ভাই নৌকা হইতে নামিল। মাঝিরা বলিল—কি ঘুম রে বাবা ! ছেলেমানুষ সব। যাও খোকাবাবুরা। সাবধানে বাড়ি যাও। বড্ড অন্ধকার।

পথে আসিয়া ডালু ঠাস করিয়া ছোট ভাইকে এক চড় কষাইয়া বলিল—কেবল ঘুম, কেবল ঘুম ! বাঁদর কোথাকার ! আবার তোমাকে কোনোদিন সঙ্গে নিয়ে আসব, এসো আবার !—ঘুমুলি কি বলে নৌকোর মধ্যে তুই ?